অভীক্ষার প্রস্তুতি পর্বটিকে যদি সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করা যায়। তাহলে তার রূপটি হবে—(১) সংজ্ঞা নির্ধারণ ও কার্যকরী ধারণা গঠন, (২) অভীক্ষার পদ নির্বাচন, (৩) অভীক্ষা পদের বিচারকরণ, (৪) প্রাথমিক প্রশ্নপত্র গঠন, (৫) নির্দেশনা দান, (৬) নমুনা অভীক্ষার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ, (৭) নম্বরদান, (৮) অভীক্ষা পদের বিশ্লেষণ, (৯) অভীক্ষা পদগুলির বিন্যস্তকরণ, (১০) সময়সীমা নির্ধারণ, (১১) যথার্থতা নির্ণয়, (১২) নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় এবং (১৩) আদর্শমান নির্ণয়। নিম্নে প্রতিটি উপ-পর্যায়গুলিকে উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী আলোচনা করা হল।

(১) সংজ্ঞা নির্ধারণ ও কার্যকরী ধারণা গঠন ঃ এটি অভীক্ষা প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। এই পর্বে যে মানসিক গুণটি পরিমাপ করতে হবে তার সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করতে হবে। মনে করা যাক, 'ব্যক্তিত্ব' পরিমাপের উপর একটি অভীক্ষা প্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য প্রথমেই ব্যক্তিত্বের উপর একটি সাধারণ ধারণা গঠন করতে হবে এবং যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিত্ব কথাটিকে ব্যবহার করা হবে সেই সম্পর্কে একটি কার্যকরী সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোনো গুণকে স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় তাকে বলে কার্যকরী সংজ্ঞা। এক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করে তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে হবে। সাধারণত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রেখে পদগুলি নির্বাচন করা হয়। এই ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া হল। মানসিক ক্ষমতা-সংক্রান্ত সংজ্ঞায় *বিঁনে* (Binet) বলেছেন যে, বুদ্ধি হল বোধগম্যতার ক্ষমতা, আবিষ্কারের ক্ষমতা, বিশ্লেষণমূলক চিন্তনের ক্ষমতা, একাগ্রতা ও বিচারকরণের ক্ষমতা। এখানে বোধগম্যতা, বিচারকরণ, একাগ্রতা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তন, আবিষ্কার ইত্যাদি হল বুদ্ধির এক একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রেখে তাঁর বুদ্ধি পরিমাপের অভীক্ষাটির পদগুলি নির্বাচন করেছিলেন যা 'বিঁনে-সাইমন অভীক্ষা' নামে পরিচিত।

(২) অভীক্ষার পদ নির্বাচন ঃ কার্যকরী সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করার পর যে সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে

Scanned by CamScanner

সেই সব বৈশিষ্ট্যের এক একটিকে সামনে রেখে কতকগুলি পদ (Item) নির্বাচন করতে হবে। পদগুলি যেন সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে সমর্থ হয়। যতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক পদ রচনা করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের স্বকীয়তা বজায় থাকে এবং নির্বাচিত পদগুলির মাধ্যমে সেগুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত হতে পারে। প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদ নির্বাচন করতে হবে। সাধারণত যতগুলি পদ আশা করা হয় তার থেকে কিছু বেশিসংখ্যক পদ সংগ্রহ করা হয়।

(৩) অভীক্ষা পদের বিচারকরণ ঃ এই পর্যায়ে অভীক্ষার পদগুলিকে উদ্দেশ্য, স্পষ্টতা, সামঞ্জস্যতা ইত্যাদির নিরিখে বিচার করা হয়। **প্রথমত,** যে উদ্দেশ্যে পদগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** অভীক্ষার পদগুলি স্পষ্টভাবে বিবৃত কিনা তা পর্যালোচনা করতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্নের ভাষা অভীক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য কিনা তা বিচার করতে হবে। এমনকী যা বর্ণিত হয়েছে তা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক কিনা সেটিও নিরূপণ করে দেখতে হবে। **তৃতীয়ত,** পদগুলির মধ্যে সংগঠনগত দিক থেকে সামঞ্জস্য আছে কিনা তাও বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্যদিকে উদ্দেশ্যের সঙ্গে পদগুলি সঙ্গতিযুক্ত কিনা সেটিও বিচার করে দেখতে হবে। কোনো পদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত তিনটি দিকের মধ্যে কোনো একটি দিক থেকে ত্রুটি দেখা দিলে পদটিকে বর্জন করতে হবে বা সেই স্থলে নতুন কোনো পদ সংযোজন করতে হবে।

(৪) প্রাথমিক প্রশ্নপত্র গঠন ঃ এই পর্যায়ে ত্রুটিহীন অভীক্ষার পদগুলির সাহায্যে একটি প্রাথমিক প্রশ্নপত্র বা নমুনা অভীক্ষাপত্র (Pilot Test) তৈরি করা হয়। সাধারণত সংগৃহীত পদগুলিকে কাঠিন্যমাত্রা অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়। এটি হল প্রস্তাবিত অভীক্ষার প্রাথমিক রূপ। এই ধরনের অভীক্ষাকে বলা হয় নমুনা অভীক্ষা। এই অভীক্ষাটিকে খুব অল্পসংখ্যক (20/25) অভীক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করে অভীক্ষার গুণাগুণ পরখ করে নেওয়া হয়। এই পর্যায়কে বলে Try-out পর্যায়। অভীক্ষার সাপেক্ষে অভীক্ষার্থীর উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনমতো পদগুলির অসংলগ্নতা বা অসম্পূর্ণতা দূর করা হয়।

(৫) নির্দেশনা দান ঃ অভীক্ষাপত্রের উপরে একটি নির্দেশপত্র দিতে হবে যেখানে অভীক্ষাটির প্রস্তুতি বা পরিমাপের উদ্দেশ্য বর্ণিত থাকবে। এটি হবে স্পষ্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত। এর ভাষা সব ধরনের অভীক্ষার্থীর কাছে যেন বোধগম্য হয়। প্রয়োজনবোধে এই পর্যায়ে দুই-একটি অভীক্ষা এবং তার উত্তর নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের নির্দেশনা অভীক্ষার্থীর মনে অভীক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করবে বা প্রেষণা (Motivation) সৃষ্টি করবে। এর উপরই অভীক্ষার ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে।

(৬) নমুনা অভীক্ষার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঃ প্রাথমিক প্রশ্নপত্র গঠনের পর এই পর্বে অভীক্ষাটিকে বৃহত্তর দলের উপর প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল নমুনা অভীক্ষাটিকে বাস্তব পরিস্থিতিতে যাচাই করা। তার জন্য একটি প্রতিনিধি স্থানীয় দলের উপর অভীক্ষাটিকে প্রয়োগ করা হয়। মনে রাখতে হবে যে, প্রতিনিধি স্থানীয় দলটি যেন মোটামুটিভাবে সমগ্র দলের (Population) প্রতিভূ (Representative) হয়। এই ধরনের কাজকে বলে নমুনা সমীক্ষার (Pilot Survey) কাজ।

(৭) নম্বরদান ঃ প্রতিনিধি স্থানীয় দলের উপর নমুনা অভীক্ষাটিকে প্রয়োগের পর উত্তরপত্রগুলির মান নির্ণয় করতে হবে এর জন্য নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি খুব সহজ করতে হবে। সাধারণত সঠিক উত্তরের জন্য 'এক' নম্বর করে দিলে নম্বর দেওয়ার কাজ খুব সহজভাবে সম্পাদিত হবে। নম্বর দেওয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যে অভীক্ষার্থী যেন আন্দাজে (Guessing) উত্তর করতে না পারে। তবে আন্দাজে উত্তরদানের নম্বরকে সংশোধন করারও পদ্ধতি আছে। তার জন্য *গ্রে* এবং *মার্সডেন*

Scanned by CamScanner

(৮) অভীক্ষা পদের বিশ্লেষণ ঃ অভীক্ষাটির চরম রূপদান করার আগে প্রত্যেকটি পদকে তার উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও উপযুক্ততার দিক থেকে যাচাই করে নেওয়ার দরকার। পদগুলির কার্যকারিতা বিচারের প্রক্রিয়া বা কৌশলকে বলে *পদবিশ্লেষণ* (Item Analysis)। এর উদ্দেশ্য হল—**(ক)** পদগুলির কাঠিন্যমান নির্ধারণ করা, **(খ)** ভালো ও খারাপের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা এবং **(গ)** প্রত্যেকটি পদ একই ধরনের বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপ করতে সক্ষম কিনা তা যাচাই করা। সাধারণত এই ধরনের বিশ্লেষণ তিনটি দিক থেকে বিচার করা হয়। এই তিনটি দিক হল—**(ক)** কাঠিন্যমান (Difficulty Value), **(খ)** পার্থক্য নির্ণায়ক মান (Discriminating Value) এবং **(গ)** অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতা (Internal Consistency)। পদবিশ্লেষণের এই তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হল।

Scanned by CamScanner

সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। আর কোনো পদের সহগতি সহগাঙ্কের মান যদি শূন্য, শূন্যের খুব কাছাকাছি অথবা ঋণাত্মক হয়, তাহলে উক্ত পদটিকে বর্জন করা হবে। কারণ এই পদটি সমগ্র পদের থেকে সামঞ্জস্যহীন।

(৯) অভীক্ষা পদগুলির বিন্যাস্তকরণ ঃ পদবিশ্লেষণের তিনটি দিক অর্থাৎ কাঠিন্যমাত্রা, পার্থক্য নির্ণায়ক মান ও অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যতার নিরিখে কোনো পদ টিকে গেলে তবেই তাকে মূল অভীক্ষাতে অন্তর্ভুক্তির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। আর পদবিশ্লেষণের কোনো একটি দিকের ভিত্তিতে অপ্রাসঙ্গিক হলে সেই পদটিকে বর্জন করা হয়। এইজন্য অভীক্ষার পদ নির্বাচনের সময় কিছু বেশিসংখ্যক পদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছিল। এই পর্বে পদবিশ্লেষণের তিনটি দিকের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত পদ টিকে গেল, সেগুলিকে কাঠিন্য ও যথার্থতার দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে সজ্জিত করা হয়।

(১০) সময়সীমা নির্ধারণ ঃ প্রাথমিক অভীক্ষা প্রয়োগ (Try-out) করার সময় প্রতি অভীক্ষার্থী কতটা সময় নিয়েছে তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। মোট সময়ের গড়মান ও অভীক্ষার প্রকৃতি অনুযায়ী অভীক্ষার চরম সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।

(১১) যথার্থতা নির্ণয় ঃ যে বৈশিষ্ট্যটি মাপতে চাওয়া হচ্ছে বা যে উদ্দেশ্যে অভীক্ষাটি প্রস্তুত করা হয়েছে, সেটি করতে সক্ষম হলে অভীক্ষার যথার্থতা রক্ষিত হবে। এইক্ষেত্রে যথার্থতা হল বহুল পরিচিত ও আদর্শায়িত অপর কোনো সমজাতীয় অভীক্ষার সঙ্গে বর্তমান অভীক্ষাটির সামঞ্জস্যপূর্ণতা। এই পর্বে বাহ্যিক নির্ণায়ক মানের (External Criterion) সাথে বর্তমান অভীক্ষাটির সামঞ্জস্যপূর্ণতা যাচাই করা হয়। অর্থাৎ বর্তমান অভীক্ষার সাথে আদর্শায়িত অপর কোনো অভীক্ষার সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয় করা হয়। এই মান যদি ধনাত্মক ও উচ্চ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, নতুন অভীক্ষাটির মধ্যে যথার্থতার গুণটি নিহিত রয়েছে। এর অর্থ হল এই যে, প্রস্তুতকৃত অভীক্ষাটিও অভীষ্ট উদ্দেশ্য বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে সক্ষম। স্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য একটি উদাহরণের সাহায্য গ্রহণ করা হল। মনে করা যাক, বুদ্ধির একটি নতুন অভীক্ষা প্রস্তুত করা হবে। এই অভীক্ষাটি যথার্থ কিনা তা যাচাই করা দরকার। এর জন্য বহুল প্রচলিত ও আদর্শায়িত বিঁনে-সাইমনের বুদ্ধির অভীক্ষার সাথে নতুন বুদ্ধির অভীক্ষাটির সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয় করা হবে। সহগতি সহগাঙ্কের মান ধনাত্মক ও উচ্চ হলে বুঝতে হবে যে নতুন অভীক্ষাটি যথার্থ।

(১২) নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় ঃ কোনো অভীক্ষা বার বার একই দলের উপর প্রয়োগ করলে যদি মানগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে বলা হবে যে অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। এই পর্যায়ে নতুন অভীক্ষাটিকে একই দলের উপর কিছু দিনের ব্যবধানে দু'বার প্রয়োগ করা হয় এবং প্রাপ্ত দুটি ফলাফলের মধ্যে সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয় করা হয়। সহগতি সহগাঙ্কের মান যদি ধনাত্মক ও উচ্চ হয়, তাহলে বলা যাবে যে নতুন অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। ধনাত্মক মানের পরিমাণ যত বেশি হবে, নতুন অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে তত বেশি সুনিশ্চিত হওয়া যাবে।

(১৩) আদর্শমান নির্ণয় ঃ আদর্শকৃত অভীক্ষার একটি বিশেষ দিক হল আদর্শমান বা নর্ম (Norm) নির্ণয়। এটি হল এমন একটি মান যার ভিত্তিতে অভীক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা তুলনা করা সম্ভব হয়। এই নর্ম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন—বয়সগত নর্ম, শ্রেণিগত নর্ম ইত্যাদি। এই পর্যায়ে কোনো অভীক্ষাকে একই শ্রেণিতে পাঠরত প্রতিনিধি স্থানীয় দলের উপর প্রয়োগ করা হয়। তাদের মোট প্রাপ্ত নম্বরকে সমগ্র শিক্ষার্থী সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে শ্রেণিগড়ে রূপান্তরিত করা হয়। এইরূপ শ্রেণিগড়ের নিরিখে উক্ত শ্রেণির অভীক্ষার্থীর অবস্থানটি যাচাই করা হয়। আবার বয়সগত নর্ম নির্ণয় করার সময় একই শ্রেণিতে পাঠরত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সমবয়স্ক শিক্ষার্থীদের বেছে নেওয়া

Scanned by CamScanner

হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হয়। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত ফলাফলের গড় নির্ণয় করা হয়। এই মানটিই বয়সগত নর্ম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

আদর্শকৃত অভীক্ষা প্রস্তুতিকরণের পন্থাটি একটি জলিট ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। তাই প্রতিটি পর্ব সম্পাদনকালে আমাদেরকে অত্যন্ত সচেতনভাবে অগ্রসর হতে হবে। প্রত্যেকটি পর্ব তার পূর্ববর্তী স্তরের উপর নির্ভরশীল। আগের পর্বটি সঠিকভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হলে তবেই তার পরবর্তী পর্যায়টিতে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। প্রত্যেক পর্বের ধারাবাহিক ও সুনিশ্চিত কর্ম-সম্পাদনের উপর অভীক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে।

উপসংহার

Scanned by CamScanner